কুষ্টিয়ায় টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ২ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় র্যাবের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে ২ হাজার ৮৫০ পিস নেশাজাতীয় টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে মূল আসামি কৌশলে পালিয়ে যায়।

র্যাব-১২, সিপিসি-১, কুষ্টিয়া ক্যাম্প সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত সোমবার (১৮ মে) বিকেল সোয়া ৩টার দিকে মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের বলিদাপাড়া গ্রামে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র্যাব-১২ এর কুষ্টিয়া ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে সুলতান মালিথার বসতবাড়ির দক্ষিণ পাশের উঠানে মাদক কেনাবেচার সময় অভিযান চালানো হয়।

অভিযানের সময় মূল আসামি বলিদাপাড়া গ্রামের সুলতান মালিথার ছেলে দিপু মালিথা (২৮) পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে তার দুই সহযোগীকে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মশান বাজার এলাকার ওবাইদুর রহমানের ছেলে ফাহিমুজ্জামান তুষার আব্দুল্লাহ (২১) এবং গোপালপুর এলাকার মৃত আউয়াল মোল্লার ছেলে আরিফুল মোল্লা (৩০)।

র্যাব জানায়, আটককৃতদের দেহ তল্লাশি ও ঘটনাস্থল তল্লাশি করে ২ হাজার ৮৫০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ট্যাবলেটগুলো অবৈধভাবে বিক্রি ও সরবরাহের উদ্দেশ্যে মজুত করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সূত্রে আরও জানা যায়, টাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী নেশাজাতীয় ওষুধ, যা দীর্ঘদিন ধরে তরুণ সমাজের মধ্যে অপব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ধরনের মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে র্যাবের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এ ঘটনায় গ্রেফতারকৃত দুইজন এবং পলাতক দিপু মালিথার বিরুদ্ধে

মিরপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি পলাতক আসামিকে গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

দামুড়হুদায় ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ টাকাসহ স্বামী- স্ত্রী আটক

দামুড়হুদায় পুলিশের চলমান মাদকবিরোধী অভিযানে ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার ১০ টাকাসহ স্বামী-স্ত্রীকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ার নিজ বাসা থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ার তাহাজ্জত মোল্লার ছেলে স্বপন আলী (৪০) ও তার স্ত্রী মুন্নী খাতুন (৩৫)।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিনের নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার দলিয়ারপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই আক্তার ও এসআই ইব্রাহীম সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কলাবাড়ি গ্রামের উত্তরপাড়ায় ব্র্যাক অফিসের উল্টো পাশে অবস্থিত নিজ বাড়ি থেকে ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির নগদ ৫ হাজার ১০ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী স্বপন ও মুন্নী দম্পতিকে আটক করা হয়।

তাদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অবৈধ মাদকদ্রব্য ৮ পিস ইয়াবা ও মাদক বিক্রির ৫

হাজার ১০ টাকাসহ স্বপন আলী ও মুন্নী দম্পতিকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ১০ গ্রাম হেরোইনসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ আতিয়ার নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

আটক আতিয়ার (৪০) দামুড়হুদা উপজেলার দশমীপাড়ার মৃত হযরত আলীর ছেলে। বুধবার দুপুর দেড়টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে তাকে আটক করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বদরুল হাসানের নেতৃত্বে দামুড়হুদা দশমীপাড়ায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় মাদক ব্যবসায়ী আতিয়ারকে আটক করা হয়। পরে তার বাড়ি তল্লাশি করে ১০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক বদরুল হাসান বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন।

কোটচাঁদপুরে ১৪ পিস ইয়াবা ও

নগদ টাকাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১৪ পিস ইয়াবা ও নগদ টাকাসহ মোঃ শারফিন ইসলাম (২৬) নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ।

বুধবার (১৩ মে) ভোররাতে বলুহর বকুলতলা এলাকায় মোঃ ইনছান আলীর বাড়ির পশ্চিম পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাকে আটক করা হয়।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কোটচাঁদপুর থানার এসআই মোঃ মাসুম বেল্লা সঙ্গীয় ফোর্সসহ একটি চৌকস দল ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সন্দেহভাজন হিসেবে ওই যুবককে তল্লাশি করলে তার কাছ থেকে ১৪ পিস ইয়াবা ও ইয়াবা বিক্রির নগদ ২ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করা হয়। আটক শারফিন ইসলাম বলুহর বকুলতলা এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে।

আটককৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কোটচাঁদপুর মডেল থানার মামলা নং-০৮, তারিখ-১৩/০৫/২০২৬ খ্রি., ধারা-২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। এলাকায় মাদক নির্মূলে পুলিশের এ ধরনের অভিযান আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে মাদকসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তার কাছ থেকে ১৭ পিস মাদকদ্রব্য টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই (নিঃ) মানিক কুমার

শিকদার সঙ্গীয় ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন গড়চাপড়া গ্রামের মোঃ তোফাজ্জেল মণ্ডলের আমবাগানের পূর্ব পাশে তামাকক্ষেতের মধ্য থেকে লিয়াকত আলির ছেলে মোঃ সোহাগকে (৩৮) ১৭ পিস মাদকদ্রব্য টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেফতার করা হয়।

গত ১১ মে সকাল ১০টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ১১ পিস টাপেন্টাডলসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ১১ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, জামজামি ক্যাম্পের পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জামজামি খামারপাড়া এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মোঃ মাসুদের চায়ের দোকানের সামনে রাস্তা থেকে মোঃ সিজাব (১৯) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ১১ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

ঘটনাটি গত ৮ মে রাত ১১টা ৩০ মিনিটে ঘটে। এ ঘটনায় আরও ২ জন আসামি এবং অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন জড়িত রয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ বানী ইসরায়েল বলেন, গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দর্শনায় ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দর্শনা শান্তিপাড়া থেকে ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুই যুবককে আটক করেছে।

আটককৃত দুই যুবক চুয়াডাঙ্গা বনানী পাড়ার আশরাফুল হকের ছেলে সেন্টু হোসেন (৩২) ও একইপাড়ার মোস্তাফার ছেলে মেহেদী হাসানকে
(৩৩) আটক করে।

পুলিশ জানায়, আজ শুক্রবার দুপুরে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ হিমেল রানার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার মাদকখ্যাত চিহ্নিত শান্তিপাড়া থেকে দুই যুবকের কাছে থাকা ৩৮ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ দুজনকে আটক করে।

গতকাল তাদের দুজনকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ইয়াবা ও নগদ অর্থসহ ৩ কারবারি গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে তিনজন চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৬৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও মাদক বিক্রির প্রায় সাড়ে ১১ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পৌর এলাকার রাধিকাগঞ্জের হাবিবুর রহমানের ছেলে খালিদ (৩৫), ভেদামারী গ্রামের রুহুল আলীর ছেলে লিখন হোসেন
(২৫) এবং জাহাপুর গ্রামের ফকরুল মোল্লার ছেলে ভাদু (২৭)।

অভিযানের অংশ হিসেবে হাউসপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে খালিদের কাছ থেকে ৫১ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট এবং মাদক বিক্রির নগদ সাড়ে ১১ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে ঘোলদাড়ি বাজার এলাকায় পৃথক অভিযানে লিখন হোসেন ও ভাদুর কাছ থেকে আরও ১৪ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

ঘোলদাড়ি ক্যাম্পের উপ-পরিদর্শক (এসআই) প্রদীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে পুলিশের একটি দল অংশ নেয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আলমডাঙ্গা থানায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে এবং মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকার মাদক ধ্বংস করল বিজিবি

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের (৬ বিজিবি) উদ্যোগে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকার বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

আজ বুধবার (৬ মে) সকাল ১১টায় ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তরে আয়োজিত “মাদকদ্রব্য ধ্বংসকরণ অনুষ্ঠান-২০২৬” এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদুল হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন।

এসময় বক্তারা বলেন, মাদকমুক্ত দেশ গঠনে বিজিবি ‘জিরো টলারেন্স’

নীতিতে কাজ করছে। সীমান্তে দিন-রাত দায়িত্ব পালন করে সদস্যরা মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

আরও বলেন, মাদক একটি জটিল সামাজিক সমস্যা এটি প্রতিরোধে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার, মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদাসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, ২০২৪ সালের ১ আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর সীমান্ত এলাকায় পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে ৪৯ জন আসামিসহ ৩৪ কোটি ২০ লাখ ৪১ হাজার ৫৩৫ টাকা মূল্যের মাদক ও অন্যান্য চোরাচালান পণ্য জব্দ করা হয়।

ধ্বংস করা মাদকদ্রব্যের মধ্যে ছিল ৩,৯৮৩ বোতল বিদেশি মদ, ১০,৬১৭ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল, ২৯ বোতল বিয়ার, ২৩৮.৭৯ কেজি গাঁজা, ১.৮৫৭ কেজি হেরোইন, ১.৮৯ কেজি কোকেন, ২৫,৪৮৫ পিস বিভিন্ন ধরনের নেশাজাতীয় ট্যাবলেট (ভায়াগ্রা/সেনেগ্রা/ট্যাপেন্টাডল) এবং ১৯টি নেশাজাতীয় ইনজেকশন। এসব মাদকের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ ৭৬ হাজার ৬৬৫ টাকা।

মেহেরপুরে গাঁজা সেবনের দায়ে যুবকের জেল-জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলায় মাদকবিরোধী টাস্কফোর্সের বিশেষ অভিযানে গাঁজা সেবনরত অবস্থায় এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলামের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে আসামিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০

টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) ও আনসার সদস্যদের সমন্বয়ে গতকাল মঙ্গলবার শ্যামপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মোঃ রাকিবুল ইসলাম ডেনি (২৩) নামে এক যুবককে গাঁজাসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়। তার কাছ থেকে ০৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আসামি রাকিবুল ইসলাম ডেনি শ্যামপুর এলাকার বাসিন্দা মৃত মোহন আলীর ছেলে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম সরাসরি আদালত পরিচালনা করে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানিয়েছে, মেহেরপুরে মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদক সেবন ও বিক্রির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।

এ ধরনের অভিযান জেলার মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।